জীবনধর্মী নাট্যধারা

মিহির সেন

নাটককে যদি আমরা জীবনের অঙ্গ বলে বিশ্বাস করি, তাহলে সচেতন দর্শক হিসেবে আমাদেরও কর্তব্য জীবনধর্মী নাট্যধারাকে উৎসাহ দেওয়া

নাটকের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই আমাদের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকার নাটককে বলেছিলেন--পঞ্চমবেদ। বহু শতাব্দী পেরিয়ে এসেও নাটকের সেই ক্ষমতা তো ক্ষীয়মান নয়ই বরং আরো শানিত। আমাদের সমকালও যে সেকথা উপলব্ধি করে তার প্রমাণ, বিভিন্ন পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে নাটকের ক্রমবর্ধমান চর্চা।

গবেষকের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে না গিয়েও সাধারণ বিচারে সাম্প্রতিক বাংলা নাটককে বোধ হয় বলা যায়--চতুর্দোলার আরোহী। সুস্পষ্ট চারটি দৃষ্টিকোণ বা উদ্দেশ্য বাহিত--প্রধানতঃ চারটি ধারায় প্রবাহিত আজকের নাটক। এর প্রথম উল্লেখ্য ধারাটির জন্ম অতি সম্প্রতি। বোধহয় দেড় শতকও হয়নি। এই ধারাটি মুদ্রিত বা অমুদ্রিত 'এ' মার্কা চিহ্নিত। এই ধারাটির যারা প্রবক্তা বা ধারক তারা বেশ সচেতনভাবেই নাটককে একটি লাভজনক পণ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, নাটকের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন। এদের নাটকের মূল আশ্রয় তাই আদিরস। আবেদন, মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তির কাছে। এসব নাটকে প্রয়োজনে আলিঙ্গন, আর ক্যাবারে নৃত্যের প্রক্ষেপ। প্রচার--ভালবাসার ব্লো-হট নাটক! কিন্তু আঙ্গিক বা কলাকৌশলগত সৌকর্যে, উদ্দেশ্য যাই হোক, এধরনের অধিকাংশ সাম্প্রতিক নাটকই শিল্পরূপ সমৃদ্ধ। ফলে এসব নাটকের শ্রেণী বা চরিত্র বিচারে অনেকেই বিভ্রান্ত। এ নাটক অশ্লীল, পরিত্যজ্য, না কি রূঢ় বাস্তব জীবনেরই অস্বস্তিকর প্রতিফলন--সে বিচার বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। আর তথাকথিত পন্ডিতদের সেই বিতর্কের আড়াল নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যায় এসব নাটক।

এরই পাশাপাশি প্রবাহিত আর একটা ধারা প্রাচীনাশ্রয়ী। সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবন-যন্ত্রণা বা আত্মসমীক্ষার বিতর্ক এড়িয়ে অতীতের নাট্য বা সাহিত্য সম্ভারের নির্ভরতায় যাদের নিশ্চিন্ত-যাত্রা। রবীন্দ্র-শরৎ-বঙ্কিম-মাইকেল-অমৃতলাল এখনও যাদের সহায়। শিল্পসাহিত্য যে সমকালীন জীবন-দর্শন একথা এধারা অস্বীকার করে। নাটক প্রসঙ্গে এদের উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত আদর্শ--শিল্প শিল্পের জন্যই। আনন্দ দানই নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে অবশ্য নাট্যকর্মে শুদ্ধতারও সমর্থক এ-ধারা। এখানেও উদ্দেশ্য বাণিজ্য হলেও অশ্লীলতা বা উষ্ণতার সাহায্য গ্রহণে এরা উৎসাহী নয়! বরং, বহু ব্যবহৃত বিশুদ্ধ চিরকালীন আবেগ--প্রেম প্রীতি বাৎসল্য ইত্যাদি--এদের হাতের তুপের তাস। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ তাসে সহজেই বাজী মাৎ করা যায়। এখনও যাচ্ছে।

বাংলা নাটকের তৃতীয় ধারাকে বলা যায় কিছু পরিমাণে পরীক্ষামূলক সকলাশ্রয়ী, জীবন-অন্বেষী। আধুনিকতায় এদের প্রবল আগ্রহ। হৃদয়ের চেয়ে দর্শকের মস্তিষ্কের দাম দেন এরা অনেক বেশী। সেদিক দিয়ে এরা অনেক বেশী মননশীল। এ ধারার নাটক সমকালীন জীবনকে, বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণ করতে উৎসুক; কিন্তু বিষয়বস্তু বা আঙ্গিকের সৌন্দর্য রক্ষা করে। শুধু 'কি বললাম' নয়, 'কিভাবে বলছি'--সেদিকেও তীক্ষ্ণ শিল্প-দৃষ্টি রক্ষা করে চলতে চান এঁরা। কিন্তু এই দুদিক রক্ষা করে চলার মত মৌলিক বাংলা নাটকের অভাবের জন্যই বোধ হয় এ ধারাটিকে অনেকাংশেই নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশী নাটকের উপর। কখনও সরাসরি অনুবাদ মাধ্যমে, কখনও বা অনুসরণ করে। সম্প্রতি এ-ধারাটির সীমারেখা ক্রমেই

বিস্তৃত হচ্ছে। সেই সীমারেখার গন্ডীতে একই সঙ্গে পাশাপাশি জায়গা করে নিচ্ছে প্রাচীন গ্রীস এবং আধুনিক চীন। আ ন্তিগোনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগোচ্ছে লু-সুনের জগন্নাথ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এদের নিষ্ঠা বা উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। বিষয় বা আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অনেক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর। নাটকের জন্য এতটা বিদেশ-নির্ভরতা সমর্থনযোগ্য কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, বর্তমান বাংলা নাট্য-প্রবাহে এই ধারাটি সুস্থতাই বহন করছে না, ক্ষতিকারক প্রথম ধারা টির উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকাও পালন করছে।

সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যপ্রবাহের প্রধান চারটি ধারার সর্বশেষটিকে বলা যায় সংগ্রামী নাট্যধারা। এ ধারা শিল্প-সাহিত্য-ন াটককে প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামের একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবেই গণ্য করে। স্বভাবতই সমকালীন সামাজিক, র াজনৈতিক প্রতিটি সমস্যা বা সংগ্রাম এই ধারার বিষয়ীভূত। যে কোন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এই ধরনের নাট্য-আন্দে ালনের প্রচন্ড বাধা-বিঘ্ন-প্রতিকূলতার প্রাচীর ভেঙ্গেই এগোতে হয়। এমন কি রক্তাক্ত পথেও। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ধারা টিকে এক কথায় বলা যায়--গণনাট্য ধারা। মাঝে কিছুদিন, বিদ্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্যই হয় তো, এ ধারাটি ছিল স্তিমিত। কিন্তু সম্প্রতি আবার নতুন উদ্যমে এ-ধারা তার যাত্রা শু করেছে। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, এই নাট্য ান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকর্মীরা যতটা প্রচার সচেতন ততটা শিল্প-সচেতন নন। ফলে এদের অধিকাংশ নাটকেই শিল্প-সৌন্দর্য উপেক্ষিত। অথচ মার্কস থেকে মাও পর্যন্ত সবাই বারে বারে সচেতন করে গেছেন, শিল্পকে সর্বপ্রথম শিল্প হতে হবে, না হলে বক্তব্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। Work of art which lack artistic quality have no force, however progressive they are politically.' (মাও সে তুং)। অবশ্য, আশার কথা, প্রগতিশীল নাট্যকর্মীরা প্রসঙ্গটি নিয়ে নতুন করে নাকি ভাবতে শু করেছেন।

এই চারটি ধারার পক্ষে বিপক্ষে নাট্যকর্মী, দর্শক ও সমালোচকের অবিরাম বিতর্ক চলছে, চলবেও--সেটা সুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা নাটক বা নাট্যমঞ্চ মূলত এই চারটি ধারার চতুর্দোলায় এগিয়ে চলেছে। যাত্রাপথ আলোয় গিয়ে শেষ হবে, না অন্ধকারে--কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু নাটককে যদি আমরা জীবনের অঙ্গ বলে বিশ্বাস করি, তাহলে সচেতন দর্শক হিসেবে আমাদেরও কর্তব্য--জীবনধর্মী নাট্যধারাকেই উৎসাহ দেওয়া। কারণ, শুধু জীবন নয়, শিল্পের মূল লক্ষ্য--আলোয় উত্তরণ!

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com